দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 28 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

চেয়ারম্যানের নোটিশে সংরক্ষিত এলাকা এনটিআরসিএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি কলেজে প্রভাষক নিয়োগপ্রত্যাশী সানজিদা আক্তার। কক্সবাজার থেকে গতকাল এসেছেন শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) অফিসে। তার বিয়ের আগে করা আবেদনে স্বামীর ঠিকানা সংযুক্ত করবেন। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এনটিআরসিএর দায়িত্বশীলদের কারো সঙ্গে কথা বলে পাত্তা পাচ্ছেন না। অসহায় বসে ছিলেন ভবনের সিঁড়িতে।

তার মতো আরেক ব্যক্তি টাঙ্গাইল থেকে আসা মাহমুদুল হাসান অভিযোগ করেন, ১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফল কবে দেবে তা জানতে এসেছিলাম। ভেতরে ঢোকা তো দূরের কথা লিফট থেকে নামার পর দাঁড়ানোর জায়গাও পেলাম না। বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। অথচ জামালপুর-৪ আসনের এমপির এপিএস পরিচয় দেওয়ার পর একজনকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে।

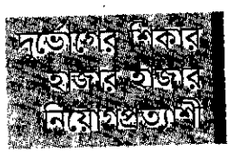

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এএমএম আজাহার অফিসের ভেতরে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন। তার নিষেধাজ্ঞার কারণেই সানজিদা, মাহমুদুলের মতো শত-শত চাকরিপ্রত্যাশী দুর্ভোগে পড়েছেন। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যক্তিরা কোনো কাজ না করে ফিরে যাচ্ছেন দুর্ভোগের শিকার হয়ে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে অনেকে নাজেহালও হচ্ছেন। আবার কেউ কেউ সূত্রের মাধ্যমে এসে নিজের প্রয়োজন সারতে পারেন।

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় গতকাল সরেজমিন গিয়ে কথা হয় সানজিদা আক্তারের সঙ্গে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রভাষক পদে আবেদন করার পরে আমার বিয়ে হয়। আবেদন সংশোধন করে স্বামীর ঠিকানা দেওয়া যাবে কিনা তা জানতে এসেছিলাম। অনেক অনুরোধ করেও অফিসের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অথচ পিএসসিতে বিসিএসের আবেদন সংশোধনের সুযোগ আছে। এখানে কারো মাধ্যমে আসা ছাড়া কাজ হয় না।

সেবাপ্রত্যাশী নাসির উদ্দিন এসেছিলেন শরীয়তপুর থেকে। তিনি বলেন, এক মাস আগে নদীভাঙনে আমাদের বাড়ি-ঘর পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। এখন এলাকা ছেড়ে ফরিদপুরে বসবাস করছি। শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার একটি কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছি। নিয়ম অনুযায়ী নিজ উপজেলার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নদীভাঙনের কারণে ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে কিনা তা জানতে এসেছিলাম। দুই ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক অনুরোধ করেও অফিসের ভেতরে প্রবেশ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

চেয়ারম্যানের নোটিশে সংরক্ষিত এলাকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করতে পারিনি। একই অভিযোগ করেন, গাজীপুর থেকে আসা মো. রুহুল আমিন। তিনি বলেন, ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রভাষক পদে ৮২ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিজ উপজেলার কোনো কলেজে আমার বিষয়ে প্রভাষক পদ শূন্য নেই। এখন অন্য কলেজে নিয়োগ পাব কিনা তা জানার জন্য এসেছি। সকাল থেকে অপেক্ষা করেও ভেতরে ঢুকতে পারিনি। অফিসের গেট থেকেই তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে। এমন অভিযোগের খবর শুনে সংবাদকর্মী পরিচয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান তসলিম বলেন, অফিসের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। চেয়ারম্যান স্যার দেড় বছর ধরে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। চেয়ারম্যান স্যার কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, দেখা যায় এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) এএমএম আজাহার পুলিশ ডেকে আনেন ভবনের কাছ থেকে সেবাপ্রার্থীদের তাড়াতে। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান না বুঝে সাংবাদিকদের সঙ্গে এমন আচরণ করছেন। বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলবেন মন্ত্রী।